সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

রাজশাহী, প্রাচীন ঐতিহ্যে ভরা একটি শহর। রাজশাহীর গর্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই এ এলাকায় আওয়ামী বিরোধী শক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে এ এলাকায় কখনো আওয়ামী লীগের মতো বিশাল সংগঠন বিকশিত হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো- এ এলাকায় আওয়ামী লীগ বিকাশ লাভ না করলেও বাম সংগঠনগুলোর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। '৮০ থেকে '৯২ পর্যন্ত বাম সংগঠনগুলো রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক রাজনীতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা মিজানুর রহমান মিনুকে কেন্দ্র করে রাজশাহীর রাজনীতি আবর্তিত হয়। একসময় মিনুর চেয়ে জনপ্রিয় নেতা রাজশাহী বিভাগে কেউ ছিল না। রাজশাহীতে মিনুর কাছাকাছি জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফজলে হোসেন বাদশা। তিনি এক সময় ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রাকসু ভিপি। এ দু'নেতাকে কেন্দ্র করে এলাকায় অনেক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এক সময় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাম সংগঠনগুলোর কোনো অবস্থান না থাকায় ফজলে হোসেন বাদশার দলীয় প্রভাব কমতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে তিনি এখন রাজশাহীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। অন্যদিকে বিএনপি'র অতিমাত্রায় জামায়াত নির্ভরশীলতা, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সংগঠনগুলো পুরো মাত্রায় বিকশিত হতে পারছে না। মাঝখান থেকে মৌলবাদী শক্তি জামায়াত উঠে এসেছে রাজনীতির নেতৃত্বে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির দখল পায় '৯১-'৯৫ বিএনপি সরকারের সময়। মাঝখানে তারা একটু সমস্যায় থাকলেও এখন আগের অবস্থায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কোনো প্রগতিশীল বা সাংস্কৃতিক আন্দোলন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে শিবিরের একক রাজত্ব। বর্তমান প্রশাসনও শিবিরকে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। শিবিরের সন্ত্রাসের মুখে ছাত্রদলসহ সকল সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল চিন্তা, গণতান্ত্রিক চিন্তা, শিবির-জামায়াতের থাবায় বিপর্যস্ত।

সারা দেশ এখন মৌলবাদের থাবায় আক্রান্ত। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা মানুষ হত্যা করে, ক্ষমতার দখল নিতে চায়। তারা হত্যা করতে চায় দেশের সকল মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীল আন্দোলনকে। বিএনপি'র প্রশ্রয়ে তারা এমন এক জায়গায় চলে যাচ্ছে যে, এক সময় তারা বিএনপিকে আঘাত করবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। তাই এখনই সময় এই ধর্মান্ধদের প্রতিরোধ করার। তা না হলে দেশ এক সময় এই ধর্মান্ধদের কবলে পড়ে ডুবে যাবে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিতি পাবে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে। শুধু রাজশাহী নয়, দেশের সকল জায়গায় জামায়াত-শিবিরকে প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যথায় কারো মুক্তি নেই।